WBCS MAINS 2022

BENGALI

DESCRIPTIVE

LIVE 07:00PM | 22 AUGUST 2022

Mahendra's
FOR MORE PRODUCTS VISIT www.mahendras.org

BENGALI DESCRIPTIVE

□ 'বিকল্প জ্বালানির গুরুত্ব' এই বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কোনো একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের নিকট ১৫০ শব্দে পত্রাকারে বিবৃত করুন। [নিজের নাম, ঠিকানার পরিবর্তে x, y, z ইত্যাদি লিখুন।] :

সম্পাদক সমীপেষু,
সংবাদ প্রতিদিন,
২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭২।

১২ জুন, ২০২০

বিষয় : বিকল্প জ্বালানির গুরুত্ব

মহাশয়,

আদিম মানুষ আগুন জ্বালিয়ে সভ্যতার অরুণোদয়ের শুভ সূচনা করে। সভ্যতার অগ্রগতিতে সঞ্চিত খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসছে। বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা বিকল্প জ্বালানির সন্ধানে গবেষণা করছেন। বিজ্ঞানীদের চোদ্দোটি বিকল্প জ্বালানি শক্তির মধ্যে সৌরশক্তি, পারমাণবিকশক্তি, বায়ুশক্তি, জোয়ার-ভাটা থেকে প্রাপ্ত শক্তি, ভূতাপীয় শক্তি, সাগরের তাপীয় শক্তি, গোবর গ্যাসের কথা ভাবা যেতে পারে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রভূত অর্থব্যয়ে তাপীয় শক্তি, তরঙ্গ শক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তি উৎপাদন সম্ভব নয়। ভারতে পরিবেশ বান্ধব সৌরশক্তিকে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভারত উত্তর গোলার্ধে ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থান করে। তাই আকাশ রৌদ্রকরোজ্জ্বল থাকায় সূর্যরশ্মি জ্বালানির অভাব পূরণে সাহায্য করবে। ভারতে পারমাণবিক শক্তিকেও বিকল্প শক্তি হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের রাজ্যগুলিতে বায়ুশক্তিকে বিকল্পশক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলে জ্বালানি কোষের ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রামীণ অঞ্চলে বাড়িতে রান্না ও আলো জ্বালাতে গোবর গ্যাস খুবই উপযোগী হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিবেশ বান্ধব সৌরশক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতে ১৯৮৩ সালের ৩মে তারিখটিকে 'সূর্যদিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছিল।

আপনার পত্রিকায় আমার অভিমত প্রকাশ করে আমায় বাধিত করবেন। নমস্কারান্তে—

বিনীত—

x

স্থান - y

২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭২।

১০ জুন, ২০২০

বিষয় - শব্দ যন্ত্রণা

মহাশয়,

সুকুমার রায় লিখেছেন, "ঠাস ঠাস দ্রুমদাম মনে লাগে খটকা / ফুল ফোটে, তাই বল আমি ভাবি পটকা।" আধুনিক যান্ত্রিকসভ্যতা বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভয়ংকর শব্দ যন্ত্রণা নিয়ে হাজির হচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্ট জানিয়েছে, ভারতে সাতকোটি মানুষ শ্রবণসমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে। রাস্তাঘাটে মোটর গাড়ির হর্ন, বাজি, কলকারখানার আওয়াজ, দূরদর্শন, বেতার, মিছিল, মাইক ও লাউডস্পিকারের আওয়াজ মানুষের শব্দ যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক ভারতে সাতটি মেট্রোপলিটন শহরে শব্দদূষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা করেছে। দেশের সাতটি শহরই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। শব্দদূষণে মানুষের মনঃসংযোগের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শব্দদূষণ জনিত ক্লান্তিতে কারখানার শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে। শব্দ যন্ত্রণায় মানুষের শ্রবণশক্তি কমে সম্পূর্ণ বধিরতা আসতে পারে। এ ছাড়া মাথাযন্ত্রণা, মাথাঘোরা, হৃৎপিণ্ডের অসুখ হতে পারে। ভারতে ১৯৮৬ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে শব্দমাত্রা ৬৫ ডেসিবেল করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে কেন্দ্রীয় মোটর ভেহিক্যাল আইনে এয়ার হর্ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে গঠিত রাজ্যের গ্রিনবেঞ্চ আদালতে শব্দদূষণ সংক্রান্ত মামলা করা যায়। শব্দ যন্ত্রণা প্রতিকারে নাগরিক মানুষকে সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

আপনার পত্রিকায় আমার অভিমত প্রকাশ করে আমায় বাধিত করবেন। নমস্কারান্তে—

বিনীত—

স্থান - y

x

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭৩।

১৫ জুন, ২০২০

বিষয় : যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি

মহাশয়,

আধুনিক কবির ভাষায়, ''কখনো কি সংগ্রাম ছাড়া সভ্যতার ঘটেছে বিকাশ / প্রতিটি শস্যের শীর্ষে রক্ত খুঁজে পাবে।'' আধুনিক মানবসভ্যতা অবক্ষয়ী যুদ্ধের রক্তাক্ত পদচিহ্ন বহন করে এনেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসী শান্তির কামনায় 'লিগ অব নেশন' গঠন করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি 'লিগ অব নেশন' ব্যর্থ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকায় মারণযজ্ঞ সম্পন্ন করে। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক ধ্বংসলীলা বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত করেছে। যুদ্ধের শ্মশানভূমিতে শান্তিকামী বিশ্ববাসীর একান্ত কামনা, 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।' বর্তমানে পৃথিবীর পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা, নক্ষত্র যুদ্ধের ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী মানবসভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনবে। বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে ইউ.এন.ও. বা রাষ্ট্রপুঞ্জ স্থাপিত হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৯৮৬ সালকে ''বিশ্ব শান্তি বর্ষ'' রূপে উদ্‌যাপনের ডাক দিয়েছিল। অহিংসা, প্রেমের পূজারী ভারত যুদ্ধোন্মত্ত বিশ্বসভ্যতাকে শান্তির ললিত বাণী শুনিয়ে এসেছে। সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত দেশগুলিকে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে ইংরেজ কবি মিলটনের মানবতার বাণী স্মরণ করতে হবে—''পিস হাথ্ হার ভিকটোরিস নো লেস রিনাউনড দেন ওয়ার!''

আপনার পত্রিকায় আমার অভিমত প্রকাশ করে আমায় বাধিত করবেন। নমস্কারান্তে—

বিনীত—

স্থান - y

x

❐ **'বর্তমান সভ্যতার দৃশ্যদূষণ'** এই বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে ১৫০ শব্দে পত্রাকারে বিবৃত করুন। [নিজের নাম, ঠিকানার পরিবর্তে x, y, z ইত্যাদি লিখুন।] :

সম্পাদক সমীপেষু,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।

বিষয় : বর্তমান সভ্যতার দৃশ্যদূষণ

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে বর্তমান সভ্যতার দৃশ্যদূষণ বিষয়ে আমার অভিমত বিবৃত করতে চাই। আশা করি, আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হব না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত।" বিশ্বায়নের পরবর্তী পৃথিবীতে সেই চিত্রই একবিংশ শতাব্দীর মানবসভ্যতায় দৃশ্যদূষণ রূপে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমান সভ্যতার দৃশ্যদূষণ রুচিশীল মানুষের কাছে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বাজার অর্থনীতির যুগে মানুষের চিন্তা ও চেতনায় কুরুচিকর সংস্কৃতির বীজ বপন করা হচ্ছে। আধুনিকতার নামে ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে শিকড়হীন অপসংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। সংবাদপত্রে, চলচ্চিত্রে, দূরদর্শনে কুরুচিকর দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাস্তাঘাটে, দেওয়ালে, বাসস্ট্যান্ডে, স্টেশনে পানের পিক, হোর্ডিং, বিজ্ঞাপনের কুরুচিকর দৃশ্য দেখা যায়। চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের অশ্লীল ছবি ও খুন-জখমের দৃশ্য, সোশ্যাল মিডিয়ায় কুদৃশ্য, কুপ্রস্তাব ও কুমন্তব্যের দৃশ্য আমাদের প্রতিনিয়ত ক্লান্ত ও ব্যথিত করে। সম্প্রতি রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতি ও সমাজনীতিতে এই দৃশ্যদূষণ ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের বিবেচনাবোধ, নৈতিকতা ও সুরুচিকর মানসিকতা এই দৃশ্যদূষণ থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে পারে।

আপনার পত্রিকায় আমার অভিমত প্রকাশ করে আমায় বাধিত করবেন। নমস্কারান্তে—

বিনীত—
x

১০ জুন, ২০২০
স্থান - y

❑ **'বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবসাদে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে'** এই বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে ১৫০ শব্দে পত্রাকারে বিবৃত করুন। [নিজের নাম, ঠিকানার পরিবর্তে x, y, z ইত্যাদি লিখুন।] : *[WBCS Exam-2019]*

সম্পাদক সমীপেষু,
দৈনিক সুপ্রভাত,
৪৫, তপসিয়া রোড,
কলকাতা-৭০০০৪৬।

২ জুন, ২০২০

বিষয় : বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অসহায়তা

সবিনয় নিবেদন,

কবি মধুসূদনের ভাষায়, ''জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা রবে / চিরস্থির করে নীর হায়রে জীবননদে!" প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে মানুষ শৈশব থেকে বার্ধক্যে উপনীত হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে ১২ কোটি ষাটোর্ধ্ব মানুষ আছেন। মানুষের এই সিলভার সুনামিতে ভাবনা-চিন্তা, চাহিদা, রুচির পরিবর্তন হয়। ভারতে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন সিলভার সুনামির নিঃসঙ্গতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের একাকিত্ব, হতাশা ও অবসাদ আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতা নিয়ে আসছে। মানুষের প্রথম শৈশবের মতো দ্বিতীয় শৈশবেও সাহায্য, সাহচর্য, স্নেহের প্রয়োজন হয়। মানুষের দ্বিতীয় শৈশবের সমস্যা উপলব্ধি করার মানসিকতা নবীন প্রজন্মের নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৭ সালে বয়স্ক নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণে আইন করেছে। অবসাদগ্রস্ত মানুষদের জেরিয়াট্রিক কাউন্সেলিং ও থেরাপি কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে। ২০১৭ সালে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা আইনে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তর প্রবীণদের রক্ষণাবেক্ষণে 'ভরসা' নামে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। কলকাতা পুলিশের 'প্রণাম' সিলভার সুনামির আস্থা জোগাচ্ছে। মানুষের সামাজিক বন্ধন, মানবিক মর্যাদা ও স্নেহের পরশ সিলভার সুনামির আত্মহত্যার প্রবণতা কমাতে পারে।

আপনার পত্রিকায় আমার অভিমত প্রকাশ করে আমায় বাধিত করবেন। নমস্কারান্তে—

বিনীত—
x

❐ 'আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা' এই বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে ১৫০ শব্দে পত্রাকারে বিবৃত করুন। [নিজের নাম, ঠিকানার পরিবর্তে x, y, z ইত্যাদি লিখুন।] :

সম্পাদক সমীপেষু,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।

১০ জুন, ২০২০

বিষয় : আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা

মহাশয়,

একজন সমাজবিদ্ বলেছেন, ''দেহের পুষ্টির জন্য যেমন খাদ্যের ভূমিকা অপরিহার্য, ঠিক তেমনি ভাবেই মানসিক পুষ্টি ও বিকাশ স্ফূর্তির জন্য সংবাদপত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।'' আধুনিক জীবনের ভোরের পাখি সংবাদপত্র মানুষের সুপ্রভাতের সূচনা করে। সংবাদপত্র দেশবিদেশের নিত্যচলমান জীবনের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি বহন করে আনে। গৃহবন্দি মানুষকে বিশ্বমানবতার মহাপ্রাঙ্গণে মিলিয়ে দেয়। আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রার এই চলমান অভিধানে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কর্মখালি, বিজ্ঞাপনের এক বিচিত্র জগৎ গড়ে ওঠে। ভারতের মতো বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রকে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণের গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। জনকল্যাণে নিরপেক্ষভাবে বলিষ্ঠ চিন্তা ও বৃহত্তর জীবনদৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। সমাজে অসহায় মানুষের বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। সংবাদপত্রকে ন্যায়নীতি ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভীক হতে হবে। মানুষকে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সংবাদপত্র সচেতন করলে দেশের কল্যাণে উৎকৃষ্ট মাধ্যম হয়ে উঠবে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) (ক) ধারায় বাক্য ও মতামত প্রকাশের অধিকারের মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিহিত আছে।

আপনার পত্রিকায় আমার অভিমত প্রকাশ করে আমায় বাধিত করবেন। নমস্কারান্তে—

বিনীত—

স্থান - y

x

□ 'প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' এই বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে ১৫০ শব্দে পত্রাকারে বিবৃত করুন। [নিজের নাম, ঠিকানার পরিবর্তে x, y, z ইত্যাদি লিখুন।] :

সম্পাদক সমীপেষু,
আজকাল,
৯৬, রাজা রামমোহন সরণি,
কলকাতা-৭০০০০৯।

১৫ জুন, ২০২০

বিষয় : প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মহাশয়,

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন, "বিজ্ঞানই বর্তমান জগতের উন্নতির মাপকাঠি, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেই সভ্যতার অগ্রগতি।" মানবসমাজ উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগ থেকে জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু করেছে। ইউরোপে নবজাগরণের পর মানুষ বিজ্ঞানকে নানা প্রয়োজনে প্রয়োগের চেষ্টা শুরু করেছে। আধুনিক জীবনে প্রযুক্তিবিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। প্রাত্যহিক জীবনচর্যার প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞান ছাড়া আমরা এগোতে পারি না। আমাদের কৃষিকাজ, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, অফিস-আদালত, আমোদ-প্রমোদ সর্বত্রই বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। মানুষ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসাধ্যসাধন করছে। ভারত মহাকাশ গবেষণাকে প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করছে। মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ব্যবহার মানুষের জীবনকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। আধুনিক জীবনে একজন মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রিতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানের অস্তিত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রযুক্তি বিজ্ঞান মানবজীবনে অবিমিশ্র কল্যাণ বহন করে আনেনি। বিজ্ঞান নাগরিক জীবনে বৈচিত্র্যহীনতা ও ক্লান্তি, হতাশা, অবসাদ বহন করে আনছে। প্রাত্যহিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। মানুষকে বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার করে তার আশীর্বাদকে গ্রহণ করতে হবে।

আপনার পত্রিকায় আমার অভিমত প্রকাশ করে আমায় বাধিত করবেন। নমস্কারান্তে—

বিনীত—

x

স্থান - y

❐ সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য আবেদন জানিয়ে শিক্ষাদপ্তরের নিকট পত্ররচনা করুন। [নিজের নাম, ঠিকানার পরিবর্তে x, y, z ইত্যাদি লিখুন।] :

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সমীপেষু,
শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
বিকাশভবন, সল্টলেক।

১০ জুন, ২০২০

বিষয় : সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষা

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কাজকর্মে ও প্রশাসনে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়ানো হোক। আশা করি, আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হব না।

১৯৬১ সালে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প গ্রহণ করে। বর্তমানেও সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে হয়নি। অফিস, আদালত, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, স্কুল-কলেজ, ব্যাবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই আমাদের মাতৃভাষা অনাথিনী হয়ে আছে। অথচ বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্র বাংলা ভাষাকে সরকারি কাজকর্মে পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। আমাদের সৎ ইচ্ছা, আন্তরিকতা ও উৎসাহের অভাবে বাংলা ভাষা সরকারি কাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমাদের প্রাদেশিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা প্রবর্তন হলে অল্পশিক্ষিত মানুষজনদের সরকারি কাজকর্মে অনেক সুবিধা হবে। অল্পশিক্ষিত মানুষদের সরকারি কাজের জন্য অপরের উপর নির্ভর করতে হয়।

আশা করি, আপনি আমার আবেদন সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। সরকারি কাজে মাতৃভাষার ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়ে সাধারণ জনগণকে সাহায্য করবেন। নমস্কারান্তে—

বিনীত—

x

স্থান - y

Thank you